



অবৈধ প্রতিষ্ঠানের ভূয়া পিএইচডি ডিগ্রীর অনুমোদন!

প্রকাশিত: ১৪ - মে, ২০১৮ ১২:০০ এ. এম.

- খোদ মন্ত্রণালয়েই শোরগোল

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ভূয়া ডক্টরেট ডিগ্রী বিক্রির দায়ে অভিযুক্ত অবৈধ ও অনুমোদনহীন এক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ভূয়া ‘পিএইচডি’ ডিগ্রীর অনুমোদন দিয়ে এবার শোরগোল ফেলে দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়! বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা নামধারী এ অবৈধ প্রতিষ্ঠান থেকে পিএইচডি ডিগ্রী নেয়া হলেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) যাচাই বাছাই ছাড়াই অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় মন্ত্রণালয়ের একটি চক্র রীতিমতো কৌশলে সনদের বৈধতা দিয়ে আদেশ জারি করেছে। বিতর্কিত ওই প্রতিষ্ঠানের নাম এ্যামেরিকান ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি ইউএসএ (বাংলাদেশ স্টাডি সেন্টার) বাংলাদেশ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিতর্কিত আদেশে পিএইচডি ডিগ্রীর বৈধতা পাওয়া সৌভাগ্যবান কর্মকর্তা হচ্ছেন বিসিএসআইআরের চীফ সায়েন্টিফিক অফিস মালা খান। এদিকে আদেশের ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়েছে শিক্ষা প্রশাসনে। উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেছেন, এ্যামেরিকান ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি ইউএসএ (বাংলাদেশ স্টাডি সেন্টার) বাংলাদেশের পিএইচডি ডিগ্রী সম্পূর্ণ অবৈধ। কোন সুযোগ নেই কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পিএইচডি দেয়ার। ওই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সনদের বিষয়ে কোন তথ্য পেলেই আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। কয়েকদিন আগেও কয়েকজনের সনদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কোন বৈধতা নেই বেসরকারী কোন বিশ্ববিদ্যালয়, বিদেশী স্টাডি সেন্টারসহ কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পিএইচডি ডিগ্রীর। তাহলে কিভাবে মন্ত্রণালয় বৈধতা দিচ্ছে? এমন প্রশ্নে উদ্বেগ প্রকাশ করে চেয়ারম্যান বলেন, এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া জরুরী। এসব কাজে কিছু আমলারা আছেন। এভাবে ডক্টরেট নিয়ে তারা প্রমোশন নেন।

জানা গেছে, দেশের আইন অনুসারে কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ডক্টরেট ডিগ্রী দেয়া বৈধ নয়। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুসারে কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ডক্টরেট ডিগ্রীর সুযোগ নেই। তার পরেও গত কয়েক বছর বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা বা স্টাডি সেন্টার নাম দিয়ে কয়েকশত ব্যক্তিকে টাকার বিনিময়ে সনদ দেয়ার প্রমাণ মিলেছে বিভিন্ন সময়। সবচেয়ে বেশি অভিযোগ মেলে এ্যামেরিকান ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি ইউএসএ বাংলাদেশ স্টাডি সেন্টারের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ বেশ কয়েকজনের সনদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে ইউজিসির এক আদেশে বলা আছে, এ্যামেরিকান ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি ইউএসএ বাংলাদেশ স্টাডি সেন্টার শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসির অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান নয়। কাজেই উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ডিগ্রীর গ্রহণযোগ্যতা নেই। সরকার কর্তৃক এযাবত কোন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পিএইচডি ডিগ্রী প্রদান অনুমোদন দেয়া হয়নি। কাজেই অননুমোদিত প্রতিষ্ঠানের কোন সনদের যাচাইও অপ্রয়োজনীয়।

জানা গেছে, বেআইনি বলেই দেশের আরও কয়েকশত ভূয়া ডক্টরেট ডিগ্রীর মতো বিসিএসআইআরের চীফ সাইন্টিফিক অফিস মালা খানের সনদও অবৈধ বলে আদেশ দেয়া হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে তার মতো সকলে সনদই ছিল বেআইনি। যখনই কারও সনদের তথ্য মিলেছে ইউজিসির মতামত নিয়ে অবৈধ বলে আদেশ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক তুঘলকি আদেশে ২০১৫ সালে মালা খানের সনদ অবৈধ বলে যে আদেশ দেয়া হয়েছিল সেই আদেশই বাতিল করা হয়েছে। এজন্য ইউজিসির কাছে কোন তথ্য চাওয়া হয়নি।

ওই আদেশ বাতিলের ফলে ওই প্রতিষ্ঠানের ভূয়া সনদের যেমন বৈধতা দেয়া হলো তেমনি বৈধতা পেল মালা খানের সনদের। কিভাবে হলো এ আদেশ? যার স্বাক্ষরে আদেশ সেই কর্মকর্তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব জিন্নাত রেহানা দাবি করেন, ওই প্রতিষ্ঠানতো কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নয়। আইনে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট অবৈধ। কিন্তু এটাতো তা নয়। এরপর ইউজিসির আদেশে সুনির্দিষ্ট করে ‘বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান’ বলা হয়েছে উল্লেখ করলে এ কর্মকর্তা বলেন, এটা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশে হয়েছে। উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কে? এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এ ফাইল মন্ত্রী স্যার পর্যন্ত অনুমোদন পেয়েছে। এক প্রশ্নে এ কর্মকর্তা বলেন, না ইউজিসির কোন মতামত নেয়া হয়নি।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা এই আদেশের পেছনে লাখ লাখ টাকা অবৈধ লেনদেনের অভিযোগ করেছেন। এই চক্রে প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ আলমগীরের যোগসাজশের অভিযোগ উঠেছে। কারণ এই সনদের বৈধতা পেলে কোটি কোটি টাকার সনদ বাণিজ্য করবে ওই প্রতিষ্ঠান। তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই ফাইল ওপরের নির্দেশে আমি ওকে করেছি। ওপরের কে? উত্তরে তিনি বলেন, আমাকে দিয়েছে আমার ম্যাডাম। তাকে আদেশ দিয়েছে তার বস। তাকে দিয়েছে তার বস।

এদিকে ইউজিসির উপ-পরিচালক (বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়) জেসনিন পারভীন বলেছেন, নাম অ্যামেরিকান ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি ইউএসএ (বাংলাদেশ স্টাডি সেন্টার) এর ডক্টরেট ডিগ্রি সম্পূর্ণ অবৈধ। কোন সুযোগ নেই সনদের বৈধতা দেয়ার।

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান, নির্বাহী সম্পাদক: স্বদেশ রায়। সম্পাদক কতৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লি: ও জনকণ্ঠ লি: থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। রেজি: নং ডিএ ৭৯৬। কার্যালয়: জনকণ্ঠ ভবন, ২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন, জিপিও বাস: ৩৩৮০, ঢাকা, ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহাফিং ২০ টি লাইন), ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই-মেইল: janakanthanews@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dailyjanakantha.com এবং www.edailyjanakantha.com ॥ Copyright © All rights reserved by dailyjanakantha.com